গ্র্যাজুয়েট বায়োকেমিস্টস এসোসিয়েশন , বাংলাদেশ

ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র

মার্চ, ২০১০

গ্র্যাজুয়েট বায়োকেমিস্টস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ

ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র

বায়োকেমিস্টদের পেশাগত মান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পারস্পারিক ঐক্যের মাধ্যমে তার শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র, ঔষধ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং কৃষিক্ষেত্রে অবদান রাখা এবং সেই সাথে বায়োকেমিস্টদের কর্ম ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও বিরাজমান পেশাগত পরিবেশ, অধিকার ও সম্মানকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশের মানুষের সার্বিক অধিকার ও সম্মানকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনে ভূমিকা রাখাই এদেশের প্রতিটি বায়োকেমিস্টের দৃঢ় অঙ্গীকার। বায়োকেমিস্টদের দৃঢ়বদ্ধ এই অঙ্গীকারেরই একটি প্রকাশ "গ্র্যাজুয়েট বায়োকেমিস্টস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ"।

"গ্র্যাজুয়েট বায়োকেমিস্টস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ" দেশে ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের বায়োকেমিস্টদের সদস্য ভুক্তি ও প্রতিটি সদস্য উপরে উল্লেখিত এসোসিয়েশনের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ ও পরামর্শের মাধ্যমে এই সংগঠনকে উপরোক্ত লক্ষ্যে লইয়া যাইবেন।

অধ্যায়-১

নাম, ঠিকানা ও প্রতীক

১.১ নামঃ

এই সংগঠনের নাম হইবে গ্র্যাজুয়েট বায়োকেমিস্টস এসোসিয়েশন সংক্ষেপে জি বি এ বলিয়া ডাকা যাইবে। গঠনতন্ত্রে এরপর হইতে এসোসিয়েশন বলিতে শুধুমাত্র "গ্র্যাজুয়েট বায়োকেমিস্টস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ" কে বুঝাইবে।

১.২ ঠিকানাঃ

এসোসিয়েশনের প্রধান কার্যলয় হইবে ঢাকা।

১.৩ প্রতীক ঃ

এসোসিয়েশনের ..... প্রতীকটি একমাত্র স্বীকৃত প্রতীক। কার্যকরী কমিটির অনুমোদন ছাড়া এই প্রতীক কখনও ব্যবহার করা যাইবে না।

অধ্যায়-২

২.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

১) এই এসোসিয়েশন একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন।
২) বায়োকেমিষ্টদের মধ্যে পারস্পরিক সমোঝোতা, শুভেচ্ছা, মৈত্রী ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৩) বায়োকেমিষ্টদের পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণ ও পেশার উৎকর্ষ সাধন করা।
৪) স্বাস্থ্য, কৃষি, খাদ্য ও ঔষধশিল্প উন্নয়নে সহযোগিতা করা।
৫) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল পেশাজীবি এসোসিয়েশনের সহিত সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৬) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অরাজনৈতিক পেশাজীবি সংগঠনের সাথে সমন্বয় সাধন করা।
৭) সরকার এবং সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক মহলে বায়োকেমিস্টদের পেশাগত গুরুত্ব অনুধাবন করানো।
৮) আত্ব- কর্মসংস্থানমুলক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সহযোগিতা করা।

অধ্যায়-৩

সদস্য শ্রেণী, সদস্য পদের যোগ্যতা, চাঁদার হার, সদস্যদের অধিকার ও দায়িত্ব, সদস্য পদ বাতিল ও পুনর্বহাল সংক্রান্ত।

৩.১ সদস্য ঃ এসোসিয়েশনে নিম্নলিখিত তিন ধরনের সদস্য থাকিরেন।
ক) সাধারন সদস্য
খ) আজীবন সদস্য
গ) সম্মানিত সদস্য

৩.২ সদস্য পদ লাভের যোগ্যতা ও চাঁদার হার ঃ

৩.২.১ সাধারন সদস্য ঃ জি বি এ এর গঠনতন্ত্রের প্রতি অনুগত প্রাণরসায়ন-এ স্নাতক (সম্মান) অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীগণ নির্ধারিত সদস্য ফি এবং বাৎসরিক চাঁদা প্রদান করিয়া এসোসিয়েশনের সাধারন সদস্য হইতে পারিবেন। সদস্য পদ লাভের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে। আবেদন পত্র কমপক্ষে

একজন সদস্য দ্বারা প্রস্তাবিত এবং অপর একজন সদস্য দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে। নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্য পদ চুড়ান্ত করা হইবে।

৩.২.২ আজীবন সদস্য ঃ এককালীন টাকা প্রদান করিয়া উপরে উল্লেখিত নিয়ম অনুসারে আজীবন সদস্য হইতে পারিবেন।

৩.২.৩ সম্মানিত সদস্য ঃ যে কোন বিশিষ্ট ব্যাক্তিকে সাধারন পরিষদের অনুমোদনক্রমে কার্যনির্বাহী কমিটি সম্মানিত সদস্য পদ প্রদান করিতে পারিবেন। সম্মানিত সদস্যদের কোন প্রকার চাঁদা প্রদান করিতে হইবে না।

৩.৩ সদস্যদের অধিকার ঃ

৩.৩.১ সাধারণ ও আজীবন সদস্যের অধিকার

ক) সাধারন সভায় যোগদান ও ভোট প্রদান, প্রস্তাব পেশ ও সমর্থন করিতে পারিবেন।

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নাম প্রস্তাব বা সমর্থন ও ভোট প্রদানের ক্ষমতা রাখিবেন।

গ) যে কোন সদস্য নির্বাচন কমিশন, তহবিল নিরীক্ষা কমিটি এবং যে কোন উপ-কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন।

ঘ) এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত যে কোন সম্মেলন, আলোচন সভা, সেমিনার প্রভৃতিতে যোগদান করিতে পারিবেন।

ঙ) যে কোন সদস্য নির্বাহী পরিষদের নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করতে পারিবেন। কমিটি উক্ত পদত্যাগ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহন করিবেন।

৩.৩.২ সম্মানিত সদস্যগনের অধিকার ঃ

ক) এসোসিয়েসন-এ ভোটাধিকার ও কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ব্যতীত সাধারণ সদস্যের মত অন্যান্য অধিকার থাকিবে।

৩.৪ সদস্যদের দায়িত্ব ঃ

৩.৪.১ সদস্যগণ এসোসিয়েশনর সংবিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩.৪.২ সদস্যগণ তাহাদের বাৎসরিক চাঁদা, ফি ইত্যাদি সময় মত পরিশোধ করিবেন।

৩.৪.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ কোন সদস্যকে এসোসিয়েশন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব প্রদান করিলে তিনি তাহা পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩.৫ সদস্যপদ বাতিল ঃ

৩.৫.১ কোন সদস্য এসোসিয়েশন গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কার্যে লিপ্ত অথবা এসোসিয়েশনের মর্যাদা হানিকর কাজ করিলে অথবা এসোসিয়েশনের নাম ব্যবহার করিয়া ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারে সচেষ্ট হইলে তাঁহার সদস্য পদ নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাময়িকভাবে অথবা স্থায়ীভাবে বাতিল হইয়া যাইবে।

৩.৫.২ কোন সদস্যর দুই বছরের অধিককাল এসোসিয়েশনের চাঁদা কাকী থাকিলে তাঁহার সদস্যপদ বাতিল বলিয়া গন্য হইবে। সে ক্ষেত্রে তিনি সাধানণ সদস্যের প্রাপ্ত অধিকার ভোগ করিতে পারিবেন না।

৩.৫.৩ কোন সদস্য পদত্যাগ করিলে এবং তাহা নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে তাঁহার সদস্যপদ বাতিল হইবে। উল্লেখ্য যে পদত্যাগ পত্র লিখিতভাবে এসোসিয়েশনের সভাপতির বরাবরে পেশ করিতে হইবে।

৩.৫.৪ সদস্যপদ বাতিল হইলে ঐ সদস্যের নিকট এসোসিয়েশনের কোন অর্থ, কাগজপত্র/সম্স্লদাদি থাকিলে তিনি নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্দেশিত সময়ের মধ্যে নির্বাহী পরিষদের নিকট তাহা জমা দিতে বাধ্য থাকিবেন । অন্যথায় তাঁহার বিরুদ্ধে এসোসিয়েশন অইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণ করিতে পারিবে।

৩.৫.৫ সদস্যপদ বাতিল হইলে ঐ ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোদিত চাঁদা/অর্থ ইত্যাদি এসোসিয়েশন ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবেনা।

৩.৫.৬ কোন সদস্য সংস্লিস্ট পেশা পরিবর্তন করিলে তাঁহার সদস্যপদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৩.৬ সদস্যপদ পুনর্বহাল ঃ

৩.৬.১ ৩.৫ এর ধারা মোতাবেক বাতিলকৃত সদস্য উপযুক্ত কারণ দর্শানো সাপেক্ষে সমস্ত বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করিয়া অথবা কার্য নির্বাহী পরিযদ কর্তৃক নির্ধারিত সদস্য ফি এবং দুই বৎসরের চাঁদা প্রদান করিয়া পুনরায় সদস্য হইতে পারিবেন।

৩.৭ চাঁদা ঃ

৩.৭.১ সাধারণ সদস্যদের সদস্য ফি ২০০.০০ টাকা এবং বাৎসরিক চাঁদা ১০০.০০ টাকা প্রদান করিতে হইবে।

৩.৭.২ বাৎসরিক চাঁদা এক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

৩.৭.৩ আজীবন সদস্যদের সদস্য ফি ১০০০.০০ টাকা এককালীন প্রদান করিতে হইবে।

অধ্যায়-৪

অবকাঠামো (সাংগঠনিক)

৪.১ সাধারণ পরিষদ ঃ

৪.১.১ এসোসিয়েশনের সকল সাধারণ, আজীবন এবং সম্মানিত সদস্যই সাধারন পরিষদের সদস্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

৪.২ সাধারন পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যবলী ঃ

৪.২.১ সাধারণ পরিষদই এসোসিয়েশনের সর্বোচ্চ পরিষদ বলিয়া গণ্য হইবে।

৪.২.২ তিন বৎসর অন্তর একবার এই পরিষদের অধিবেশন হইবে এবং উহা আর্থিক বৎসরের শেষে জুন মাসে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪.২.৩ এসোসিয়েশনের সভাপতি পদাধিকার বলে পরিষদের সভাপতি থাকিবেন। তিনি সমস্ত অধিবেশনে ও সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে শিক্ষাক্রমের জেষ্ঠ্যতা অনুসারে সহ-সভাপতি এই দায়িত্ব পালন করিবেন। যদি চার জন সহ-সভাপতিই অনুপস্থিত থাকেন তাহা হইলে উপস্থিত সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে হইতে একজন সভাপতি নির্বাচিত করিবেন।

৪.২.৪ কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে পরিষদের সম্পাদক হিসাবে কাজ করিবেন। সভাপতির নির্দেশানুসারে এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অধিবেশন আহবান করিবেন। তিনি প্রয়োজনে এক তৃতীয়াংশ (১/৩) সদস্যর লিখিত আবেদনে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আহবান করিতে পারিবেন।

৪.২.৫ সাধারণ পরিষদের এক পঞ্চমাংশ (১/৫) সদস্যর উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

৪.২.৬ যদি কোন সদস্য সাধারণ সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন করিতে চান তাহা হইলে তাঁহাকে অধিবেশনের অন্ততঃ এক মাস পুর্বে লিখিতভাবে সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করিতে হইবে। এইরূপ প্রস্তাব কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক বিবেচিত হইবে। অতঃপর কার্যনির্বাহী পরিষদের মন্তব্যসহ ঐ পস্তাব সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে পেশ করা হইবে। কোন প্রস্তাব অনুপযুক্ত বিবেচিত হইলে কার্যনির্বাহী পরিষদের তাহা অগ্রাহ্য করার অধিকার থাকিবে। তবে বিষয়টি সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে জানাইয়া দিতে হইবে।

৪.২.৭ সাধারণ পরিষদ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করিবেন।

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন, হিসাব প্রতিবেদন ইত্যাদির অনুমোদন।

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত পরবর্তী বৎসরের বাজেট বিবেচনা এবং চুড়ান্ত অনুমোদন।

গ) গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন, পরিবর্ধন , সংশোধন বিবেচনা ও অনুমোদন ।

ঘ) এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য পরিপুরণের জন্য সংবিধান বিধি অনুযায়ী যে কোন কার্যপন্থা গ্রহণ।

ঙ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক উপস্থাপিত যে কোন বিষয় বিবেচনা।

৪.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ

৪.৩.১ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব নিম্নলিখিত একুশ (২১) সদস্য বিশিষ্ট কার্য নির্বাহী পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং এর গঠন হইবে নিম্নরূপ ঃ

ক)	সভাপতি	১ জন
খ)	সহ-সভাপতি	২ জন
গ)	কোষাধ্যক্ষ	১ জন
ঘ)	সাধারণ সম্পাদক	১ জন
ঙ)	সহ-সাধারণ সম্পাদক	১ জন
চ)	সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
ছ)	সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ জন
জ)	প্রচার সম্পাদক	১ জন
ঝ)	কার্যনির্বাহী সদস্য	১২ জন

৪.৩.২ কার্যনির্বাহী পরিষদ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রতি ৩ বৎসর অন্তর নির্বাচিত হইবেন।

৪.৪ কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

৪.৪.১ কার্যনির্বাহী পরিষদ এসোসিয়েশনে সুষ্ঠু ব্যাবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিবেন।

৪.৪.২ গঠনতন্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৪.৪.৩ এসোসিয়েশনের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন, কার্যক্রম প্রণয়ন, সভা, নির্বাচন, তাহবিল পরীক্ষা- নিরীক্ষা, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও অনুমোদনের জন্য সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

৪.৪.৪ এসোসিয়েশনের তহবিল সংগ্রহ ও সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।

৪.৪.৫ কার্যনির্বহী পরিষদের কোন পদ/পদসমুহ কোন কারনে শুন্য হইলে নির্বাহী পরিষদ শুন্য পদ /পদসমুহ সাধারণ সদস্যদের মধ্য হইতে মনোনয়নের মাধ্যমে পুরণ করিবেন । এই নিয়ম সভাপতি/সহ-সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক /কোষাধ্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। উল্লেখিত পদগুলিতে নির্বাহী পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচন করিতে হইবে। তাহারা কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল পর্যন্ত প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

৪.৪.৬ কার্যনির্বাহী পরিষদ এসোসিয়েশনের বিজ্ঞান সভা/সেমিনার, সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশনা ও অন্যান্য কাজের জন্য প্রয়োজনবোধে সাব-কমিটি/সম্পাদকীয় কমিটি গঠন করিতে পারিবেন।

৪.৪.৭ এই এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্যের সাথে পুর্ণ বা অংশিক সাদৃশ্য আছে এমন সব দেশী/বিদেশী সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও তাহা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

৪.৪.৮ কার্যনির্বাহী পরিষদ বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থ এক খাত হইতে অন্য খাতে অথবা প্রয়োজনবোধে নতুন খাতে স্থানান্তর করিতে পারিবেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাহা সাধরন পরিষদের অধিবেশনে অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

৪.৪.৯ এসোসিয়েশনের অর্থ অনুমোদিত বাজেট মত খরচ হইতেছে কি না তাহা লক্ষ্য রাখিবেন।

৪.৪.১০ প্রয়োজনে এসোসিয়েশনের হিসাব নিকাশ অডিট করিবার জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন পেশাদারী অডিটর নিয়োগ করিবেন।

৪.৪.১১ পরবর্তী কার্য নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের জন্য একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন।

৪.৪.১২ এসোসিয়েশনের জন্য বেতনভোগী কর্মচারী নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী প্রণয়ন করিবেন।

৪.৫ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

৪.৫.১ সভাপতি

ক) সভাপতি এসোসিয়েশনের সকল প্রকার সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

খ) তিনি গঠনতন্ত্র ও এসোসিয়েশনের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করিবেন।

গ) তিনি এসোসিয়েশনের সকল প্রকার কার্যক্রমের অনুমোদন দিবেন। তাহার স্বাক্ষর ব্যতীত কোন কার্যক্রম বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

ঘ) তিনি সাধারণ সম্পাদকের সুপারিশক্রমে কাজেটের অর্ধ এক খাত হইতে অন্য খাতে খরচের জন্য স্থনান্তরের অনুমোদন দিতে পারিবেন। তবে কোন বিশেষ খাতে বাজেট বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা বিশ (২০%) ভাগের বেশী স্থানান্তরের প্রয়োজন হইলে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন লাগিবে।

ঙ) জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি সাধারণ পরিষদের বা কার্যনির্বাহী পরিষদের অধিবেশন না হয় হবে সভাপতি নিজেই সাধারণ পরিষদ/নির্বাহী পরিষদের পক্ষ সিদ্ধান্ত বা কোন কর্মসূচী গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে তাঁহাকে পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাইতে হইবে এবং অনুমোদন নিতে হইবে।

চ) কোন সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে/বিপক্ষে সমসংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইলে সভাপতি নির্ধারণী ভোট প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখিবেন। এমতবস্থায় সভাপতির সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৪.৫.২ সহ-সভাপতি ঃ

ক) সভাপতির অনুপস্থিতিতে (শিক্ষাক্রমের) জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

খ) সহ-সভাপতি সকল কাজে সভাপতিকে সহযোগিতা করিবেন।

গ) কার্যরত সভাপতির দায়িত্ব পুর্ন হওয়ার আগেই যদি সভাপতির পদ শুন্য হইয়া যায় তবে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহ-সভাপতির পরবর্তী সময়ের জন্য সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

৪.৫.৩ সাধারণ সম্পাদক ঃ

তিনি এসোসিয়েশনের প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে সভাপতির নির্দেশক্রমে এবং তত্ত্বাবধানে নিম্নোক্ত কার্যাদি ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

ক) তিনি এসোসিয়েশন সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রালাপের দায়িত্ব বহন করিবেন।

খ) তিনি সকল প্রকার আয় ব্যায়ের হিসার-নিকাশ, ভাউচার, নথিপত্র ও দলিলাদিতে স্বাক্ষর বা প্রতি স্বাক্ষর করিবেন।

গ) তিনি সভাপতির পরামর্শক্রমে সাধারণ সভা/নির্বাহী পরিষদের সভা/বিশেষ সিদ্ধান্তসমুহ প্রয়োজনে লিখিতভাবে সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করিবেন এবং সিদ্ধান্তসমুহ বাস্তবায়নেব জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন।

ঘ) তিনি কোষাধ্যক্ষের সহিত যুগ্মস্বাক্ষরে ব্যাংক হইতে টাকা উঠাইতে পারিবেন।

ঙ) তিনি এসোসিয়েশনের সকল কর্মচারীদের কার্য পরিচালনা এবং তত্ত্বধান করিবেন।
চ) তিনি জরুরী অবস্থায় পরিস্থিতি মোতাবেক যে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং তাহা সভাপতিকে অবগত করিবেন।
ছ) তিনি এসোসিয়েশনের যাবতীয় নথিপত্র, সম্পত্তি ও অফিস রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব পালন করিবেন।
জ) তিনি দেশী/ বিদেশী বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষন করিবেন এবং প্রয়োজনে সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করিবেন।
ঝ) তিনি দেশ বিদেশে অবস্থানরত সকল প্রাণরসায়নবিদদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

৪.৫.৪ সহ-সাধারণ সম্পাদক

তিনি সাধারন সম্পাদককে তাঁহার দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করিবেন। সাধারন সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি (শিক্ষক্রমের) জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সাধারন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৪.৫.৫ সাংগঠনিক সম্পাদক

এসোসিয়েশনের উন্নতির স্বার্থে সাংগঠনিকভাবে এসোসিয়েশনের তৎপরতা বৃদ্ধি, নতুন সদস্য সংগ্রহ ইত্যাদির দায়িত্ব পালন করিবেন তিনি এসোসিয়েশনের সকল সদস্যদের তালিকা সংরক্ষন করিবেন।

৪.৫.৬ কোষাধ্যক্ষ

ক) তিনি এসোসিয়েশনের আর্থিক হিসাব-নিকাশ রাখিবেন এবং এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষন করিবেন।
খ) অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দকৃত অথবা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বরাদ্দকৃত বাজেট অনুযায়ী এবং ঐ উদ্দেশ্যে পরিষদ প্রণীত আইন মোতাবেক সকল প্রকার খরচের অর্থ প্রদানের ক্ষমতা রাখিবেন। আইন মোতাবেক তিনি সকল প্রকার খরচের অর্থ প্রদান করিতে পারিবেন।
গ) তিনি সাধারণ পরিষদের বিবেচণার জন্য সভাপতি এবং সম্পাদকের সহিত আলোচনা করিয়া এসোসিয়েশনের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করিবেন।
ঘ) আর্থিক বৎসর শেষ হওয়ার পর এসোসিয়েশনের অর্থের নিকাশনামা প্রস্তুত করিয়া হিসাবপরীক্ষকের রিপোর্টসহ সাধারণ অধিবেশনের পুর্বে কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট পেশ করিবেন।
ঙ) তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্দেশে এসোসিয়েশনের নামে জমা অর্থ যে কোন সময়ে পুর্ন বা আংশিকভাবে বিনিয়োগ করিতে পারিবেন।

৪.৫.৭ সাংস্কৃতিক সম্পাদক

এসোসিয়েশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের পরিকল্পনা ও পরিচালনার যথাযথ ব্যবস্থা করিবেন। এছাড়া দেশের বিভিন্ন ক্রান্তিকালীন সময়ে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে উদ্দ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে, তা যথাযথভাবে ব্যবহারের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

৪.৫.৮ প্রচার সম্পাদক

এসোসিয়েশনের সার্বিক প্রসারে এবং এসোসিয়েশনের কার্মকান্ড যথাসাধ্য সকল সদস্যকে অবগত করনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করিবেন। দেশে এবং বিদেশের সকল সদস্য বায়োকেমিস্টদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত কার্যনির্বাহী পরিষদে আলোচনার জন্য উপস্থাপন করিবেন।

৪.৫.৯ নির্বাহী সদস্য

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল কাজকর্মে সাহায্য ও সহোযোগিতা করিবেন।
খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়-দায়িত্ব পালন করিবেন।

আধ্যায়-৫

অর্থ সংক্রান্ত

৫.১ তহবিল

৫.১.১ আয়ের উৎস ঃ

ক) সদস্য ফি, চাঁদা ইত্যাদি।
খ) সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থ
গ) বিবিধ

৫.১.২ তাহবিলের প্রকারভেদ

দুই প্রকার তহবিল থাকিবে
ক) সাধারণ তহবিল
খ) সংরক্ষিত তহবিল

৫.১.৩ তহবিল পরিচালনা

ক) এসোসিয়েশনের সকল অর্থ কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে কোন তফশিলী ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

খ) সংরক্ষিত তহবিল লাভজনক কাজে যেমন ব্যাংকের স্থায়ী আমানত অথবা সঞ্চয় পত্র ক্রয় করিয়া রাখিতে হইবে।

গ) ব্যাংকের একাউন্ট সম্স্লাদক এবং কোষাধ্যক্ষের যুক্তস্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

ঘ) কোষাধ্যক্ষ, সাধারণ সম্স্লাদক বা তাহাদের প্রতিনিধি সমিতিকে দান করা সমস্ত অর্থের প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।

ঙ) বাজেটের শর্ত অনুযায়ী বা সভাপতি/কার্য্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ঐ শর্তাবলীর পরিবর্তিত রুপ অনুযায়ী সাধারণ সম্স্লাদক এসোসিয়েশনের অর্থ ব্যায় নিয়ন্তন করিবেন।

চ) দৈনন্দিন খরচাদি মিটানোর জন্য সাধারণ সম্স্লাদকের কাছে দুই হাজার (২০০০) টাকা এবং কেষাধ্যাক্ষ কাছে এক হাজার (১০০০) টাকা জমা থাকিতে পারিবে। জারুরী প্রয়েজনে সাধারণ সম্স্লাদাক স্ব-দায়িত্বে এক হাজার (১০০০) টাকা এবং সভাপতির অনুমোদনক্রমে পাঁচ হাজার (৫০০০) টাকা খরচ করিতে পারিবেন। পরবর্তীতে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন করাইয়া নিবেন।

ছ) এসোসিয়েনর স্বার্থে জরুরী প্রয়োজনে সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকেই ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত খরচের অনুমোদন দিতে পারিবেন এবং পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উহা অনুমোদন করাইয়া নিবেন।

জ) কোষাধ্যক্ষ এসোসিয়েশনের হিসাব-নিকাশ প্রতি বৎসর কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনিত একজন পেশাদার হিসাব পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া নিবেন।

ঝ) পরিষদের সদস্য অথবা আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভ্রমন ও বিরতি ভাতা ইত্যাদির প্রয়োজনীয় ব্যায়ভার বহন এবং এসোসিয়েশনের অর্থভান্ডার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন।

ঞ) এসোসিয়েশনের নামে জমাকৃত অর্থ কার্যনির্বাহী পরিষদ এসোসিশেনের পক্ষে সুবিধাজনক শর্তে সর্বোচ্চ ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) বিনিয়োগ করিতে পারিবে

অধ্যায়-৬
এসোসিয়েশেন সভা

৬.১ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা

৬.১.১ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্স্লাদক সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্ততঃ ৭ (সাত) দিনের নোটিশে কর্মসুচী, সময় ও স্থান উল্লেখপুর্বক নির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করিবেন। জরুরী প্রয়োজনে ৩৬ (ছয়ত্রিশ) ঘন্টার নোটিশে সভা আহবান করা যাইবে।

৬.১.২ এসোসিয়েশনের কাজ সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনার জন্য তিন মাসে অন্ততঃ একবার নির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করা যাইবে।

৬.১.৩ নির্বাহী পরিষদের ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে এবং উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। যদি কোন পুর্ব শর্ত না থাকে তবে হাত উঠাইয়া ভোট গ্রহন করা হইবে।

৬.২ সাধারণ পরিষদের সভা/ বার্ষিক সভা

৬.২.১ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্স্লাদক সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিনের নোটিশে সভার কার্যসুচী, স্থান ও সময় উল্লেখপুর্বক সাধারণ পরিষদের সভা/বার্ষিক সভা অহবান করিবেন।

৬.২.২ সাধারণ পরিষদের সভা তিন বৎসরে একবার অনুষ্ঠিত হইবে।

৬.২.৩ সাধারন পরিষদের অন্তত ঃ ১/৫ (এক পঞ্চমাংশ) সদস্যর উপস্থিতিতে কোরাম হইবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোরাম না হইলে সভাপতি অনুর্দ্ধ ১৫ (পনের) দিনের জন্য সভা স্থগিত ঘোষনা করিবেন এবং পরবর্তী নির্ধারিত সময় অনুযায়ী স্থগিত সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

এমতাবস্থায় কোরামের আর প্রয়োজন হইবে না এবং উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

৬.৩ তলবী সভা

৬.৩.১ এসোসিয়েশনের স্বার্থে ১/৫ (এক পঞ্চমাংশ) সদস্য উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া সভাপতি / সম্স্লাদককে সভা আহবানের অনুরোধ জানাইলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যেই সভাপতি/সম্স্লাদক সভা আহবান করিবেন অন্যথায় দরখাস্তকারীগণ নিজেরাই তলবী সভা আহবান করিবেন।

অধ্যায়-৭
নির্বাচন

৭.১ নির্বাচন কমিশন গঠন

৭.১.১ নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ ৯০ (নব্বই দিন পুর্বে এসোসিয়েশনের সভাপতি, পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন।

৭.১.২ নির্বাচন কমিটির সদস্যদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে একজন আহবায়ক ও দুইজন সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। উল্লেখ্য যে, নির্বাচন কমিশনের সদস্যবৃন্দ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না।

৭.১.৩ নির্বাচনের চুড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার পর পরই নির্বাচন কমিশন বাতিল হইয়া যাইবে।

৭.২ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

৭.২১ নির্বাচন কমিশন প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করিবেন।

৭.২.২ কমিশন সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক সরবরাহকৃত ভোটার তালিকা চুড়ান্ত হিসাবে প্রকাশ করিবেন।

৭.২.৩ কমিশন গঠিত হইবার ৭৫ (পঁচাত্তর) দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও ফলাফল ঘোষণা করিবেন।

৭.২.৪ নির্বাচনের তারিখ কেন্দ্র নির্ধারন মনোনয়ন পত্র প্রনয়ন মনোনয়ন পত্র আহবানের তারিখ ঘোষণা ও চুড়ান্ত তালিকা ঘোষনা, মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের তারিখ ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন সহ যাবতীয় কাজ করিবেন।

৭.২.৫ কোন পদে সমান সংখ্যক ভোট হইলে নির্বাচন কমিশন তাহা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করিবেন।

৭.২.৬ নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৭.৩ ভোটারের যোগ্যতা ও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীর যোগ্যতা

৭.৩.১ নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক কোন কারণে কাহারো সদস্য পদ বাতিল হইলে নির্বাচনের কম পক্ষে ৭৫ (পঁচাত্তর) দিনের পুর্বেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যাহারা চাঁদা পরিশোধ করিবেন তাঁহারা ভোটার হইবার ও নির্বাচনে অংশগ্রহনের যোগ্যতা অর্জন করিবেন।

৭.৩.২ নতুন সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজনে সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পর পর দুই বারের বেশী একই পদে নির্বাচন করিতে পারিবেন না।

৭.৪.১ ক্ষমতা হস্তান্তর

নির্বাচনের চুড়ান্ত ফণাফল ঘোষণার দিন হইতে এক মাসের মধ্যে বিদায়ী নির্বাহী পরিষদ নবনির্বচিত পরিষদের নিকট কার্যভার হস্তান্তর করিবেন।

অধ্যায়-৮

৮.১ উপদেষ্টা পরিষদ ঃ

১. এই এসোসিয়েশনের একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে।

২. উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা নিধারিত হইবে তবে এই সংখ্যা ১০ জনের অধিক হইবে না এবং ৪/৫ (চার পঞ্চমাংস) কার্যনির্বাহী সদস্য দ্বারা অনুমোদিত হইতে হইবে।

৩. উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য বায়োকেমিস্ট ছাড়া অন্য পেশাজীবীরা হইতে পারিবেন না।

৪. এসোসিয়েশন-এ ভোটাধিকার ও কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহন ব্যতীত সাধারন সদস্যের মত অন্যান্য অধিকার থাকিবে।

আধ্যায় -৯
বিবিধ

৯.১ অনাস্থা প্রস্তাব

৯.১.১ নির্বাহী পরিষদের এক বা একাধিক সদস্য অথবা সামগ্রীকভাবে পরিষদ এসোসিয়েশনের পরিচালনায় ব্যর্থতা, অক্ষমতা অথবা এসোসিয়েশনের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় বা গঠনতন্ত্র বিরোধী কোন কার্যক্রমের জন্য তলবী সভা/জরুরী সভা/সাধারণ সভায় তাহার/তাহাদের অথবা সামগ্রিকভাবে পরিষদের বিরুদ্ধে অনস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে। এমন সভায় এসোসিয়েশনের মোট সদস্যর ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) এর সমর্থনে অনাস্থা প্রস্তাব কার্যকরী হইবে।

৯.১.২ অনাস্থা প্রাপ্ত সদস্য/ সদস্যাগণ অনাস্থা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তাঁহার/তাঁহাদের দায়-দায়িত্ব এবং এসোসিয়েশনের সম্পত্তি নির্বাহী পরিষদের নিকট বুঝাইয়া দিবেন।

৯.১.৩ নির্বাহী পরিষদের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্য/সম্পূর্ণ পরিষদ অনাস্থা প্রাপ্ত হইলে ঐ সভাতেই একজন আহবায়ক করিয়া তিন সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করিতে হইবে। অনাস্থা প্রাপ্ত পরিষদ অনাস্থা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের সধ্যেই এসোসিয়েশনের যাবতীয় দায়-দায়িত্ত ও কাগজপত্র আহবায়ক কমিটির নিকট হস্তান্তর করিবেন আহবায়ক কমিটি এসোসিয়েশনের জরুরী কার্যবলী পরিচালনা করিবেন কিন্তু কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

এই কমিটি নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং কমিশন গঠনের দিন হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নতুন নির্বাহী পরিষদ গঠন করিয়া দায়-দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন।

৯.২ গঠনতন্ত সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন

৯.২.১ এসোসিয়েশনের অন্তত ঃ ২১ (একুশ) জন সাধারণ সদস্য/ নির্বাহী পরিষদের ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) সদস্য লিখিতভাবে সমিতির স্বার্থে গঠনতন্ত্র সংশোধন, সংযোজন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রস্তাব সাধারণ সভার অন্তত ১ মাস পুর্বে নির্বাহী পরিষদে প্রস্তাবাকারে পেশ করিবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক উক্ত প্রস্তাব নীতিগতভাবে গৃহীত হইলে সাধারণ সভায় পেশ করা হইবে। সাধারণ সভায় সরাসরি আলোচনার পর প্রত্যক্ষভাবে গৃহীত ১/৩ (এক তৃঁয়াংশ) সদস্যর ভোটে গঠনতন্ত্র, সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রস্তাব অনুমোদিত হইবে।

৯.২.২ এই জাতীয় প্রস্তাব বাৎসরিক সাধারণ সভায় মীমাংসিত হইবে।